গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
Website: http://lddp.portal.gov.bd

স্মারক নংঃ - ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.১৯.০৬৩.২২.২০৭ তারিখঃ ২৮/০১/২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন (এলডিডিপি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Exhibition/Demonstration of Safe and Nutritious Dairy Products to School Children (School Milk Program) বাস্তবায়নে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচিত ৫০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে School Milk Program কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন(এলডিডিপি)" শীর্ষক প্রকল্পের এর আওতায় Exhibition/Demonstration of Safe and Nutritious Dairy Products to School Children (School Milk Program) কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের ৫০ টি স্কুলের তালিকা পাওয়া গেছে। উক্ত স্কুল মিল্ক কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে তদারকি ও নীতি নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি সংক্রান্ত অফিস আদেশ, স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন গাইডলাইন এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

এমতাবস্থায়, উক্ত কার্যক্রমটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্তে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন গাইডলাইন- ১ সেট (৮ পাতা)।
২। উপজেলা পর্যায়ে গঠিত স্কুল কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি ও কমিটির কার্যপরিধি- ১ সেট (২ পাতা)।
৩। প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত ৫০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা- ১ সেট (২ পাতা)।

২৮/০১/২০২৩

(মোঃ আব্দুর রহিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
ফোনঃ ০২-০৫৮১৫৪৯৩
ই-মেইল- lddp@dls.gov.bd

বিতরণঃ

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা
২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা
৩. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা
৪. উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা
৫. প্রধান শিক্ষক, নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা
৬. প্রকল্প দপ্তরের প্রতিনিধি/প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা
৭. দুধ সরবরাহকারী/প্রতিনিধি, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান।

স্মারক নংঃ - ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.১৯.০৬৩.২২.২০৭(১৬) তারিখঃ ২৮/০১/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ রংপুর/সিলেট/খুলনা/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ।
৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/পরিকল্পনা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ইহা মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৭. যুগ্মসচিব (পরকল্পনা-১), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. পরিচালক, উৎপাদন/সম্প্রসারণ/হিসাব বাজেট ও নিরীক্ষা /প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৯. পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ রংপুর/সিলেট/খুলনা/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ।
১০. বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ রংপুর/সিলেট/খলিনা/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ।
১১. বিভাগীয় উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ রংপুর/সিলেট/খুলনা/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ।
১২. জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১৩. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১৪. সিভিল সার্জন, সিভিল সার্জনের কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১৫. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষ অফিস (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১৬. অফিস কপি।

২৮/০১/২০২৬

(মোঃ আব্দুর রহিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
ফোনঃ ০২-০৫৮১৫৪৯৩
ই-মেইল- lddp@dls.gov.bd

স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য প্রর্দশনীর (স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম) পাইলট কর্মসূচী

গাইড লাইন

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জানুয়ারী ২০২৩

স্কুল শির্ক্ষাথীদের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য প্রর্দশনীর (স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম)। পাইলট কর্মসূচীর বাস্তবায়ন গাইড লাইন

১.০ ভূমিকা

দুধ একমাত্র আদর্শ খাদ্য যার মধ্যে রয়েছে শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং পানি। শরীর গঠনে বিশেষ করে দাঁত ও অস্থিকে করে শক্তিশালী, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মেধা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে যা ফলশ্রুতিতে একটি মেধা ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতি গঠনে অবদান রাখে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষের দুধ পানের পরিমাণ অনেক কম। উন্নত বিশ্বের একজন লোকের মাথাপিছু দৈনিক দুধ গ্রহণের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১-লিটারের কাছাকাছি হলেও বাংলাদেশ মাত্র ১৭৬ মিলিলিটার। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে দুধের গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন লাইভস্টক এন্ড ডেইরী ডেভলপমেন্ট প্রকল্প (এলডিডিপি) দুধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। দুধের বাজারজাতকরণ এবং দুধ পানের উপকারীতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলডিডিপি প্রকল্প সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য প্রদশর্নীর বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বেসরকারী উদোক্তাদের মাধ্যমে নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য প্রদশর্নীর ও ভোক্তা সচেতনা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রদর্শনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী বেসরকারী উদোক্তাদের সম্পৃক্ত করা হবে। এ প্রকল্প থেকে সরকারি-বেসরকারী সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি হবে যা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও সরবরাহ কাঠামোতে একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। এ কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে দেশের ৩০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাইলট আকারে চালুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ৩০০ টি নির্বাচিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্কুলে তরল দুধ খাওয়ানো হবে।

১.১ গাইড লাইনের উদ্দেশ্য

নিরাপদ এবং পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য বিশেষ করে তরল দুধ স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচি (School Milk Feeding Program - SMFP) নামক পাইলট প্রগ্রামটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বিশেষভাবে সহায়তা করা। এই গাইডলাইনে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুধ বিতরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, শিক্ষার্থীদের মাতা-পিতা/ অভিভাবক এবং দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহকারীসহ উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া দুধের পুষ্টিসহ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশকে সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষা রাখার বিষয়েও বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি গাইডলাইনটি স্কুল মিল্ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয়, দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয়ভাবে সমন্বয় সাধনে সহায়ক হবে।

০২। স্কুল মিল্ক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

- স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রাণিজ পুষ্টির যোগান দেয়া।
- স্থানীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের দুধ বিক্রয় সহজতর করা।
- উঠতি/বাড়ন্ত বয়সের শিশুদের প্রাণীজ আমিষ গ্রহণের উপকারীতা সম্পর্কে জনসচেতনাতা সৃষ্টি করা।
- দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানীগুলিকে ক্ষুদ্রাকারে দুগ্ধ উৎপাদনকারী দল (পিজি) এবং ভোক্তাদের সাথে সংযুক্ত করা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

০৩। কর্মসূচীর রূপরেখা/কাঠামো

(ক) **সুবিধাভোগী স্কুল**: কেন্দ্রীয় স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি কর্তৃক দেশের দারিদ্র মান চিত্র অনুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ টি স্কুল। স্কুলের নাম ও ঠিকানাসহ তালিকা সংযুক্তি-১ এ উল্লেখ করা হল। (প্রথম পর্যায়ে ৫০ টি ও পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ২৫০ টি স্কুলসহ মোট ৩০০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে)।

(খ) **সুবিধাভোগী শিক্ষার্থ**: দেশের দরিদ্র এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, যেখানে শিক্ষার্থীরা মারাত্মকভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এবং খর্বকায় ও ক্ষীণ বৃদ্ধি সম্পন্ন।

(গ) **দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীঃ** পিএমইউ কর্তৃক নির্বাচিত দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যথা- প্রাণ-আরএফএল, ব্র্যাক ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস-আড়ং ডেইরি, আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ-ফার্ম ফ্রেশ, রংপুর ডেইরি লিঃ-আরডি মিল্ক, মিল্ক ভিটা ইত্যাদি।

(ঘ) **স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাল**: চলতি ২০২৩ খ্রী: থেকে আরম্ভ করে মোট ০৩ পঞ্জিককা বছর। বছরে মোট ১৬০ দিন শিক্ষার্থীদের দুধ প্রদান এবং খাওয়ানো হবে। তবে ২০২৩ খ্রী: জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ৫০ টি স্কুল এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর পযন্ত ৫০ টি এভাবে ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বমোট ৩০০ টি স্কুলে দুধ খাওয়ানো হবে।

বছর (জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর)			স্কুল সংখ্যা	মন্তব্য
প্রথম বছর (২০২৩)	জানুয়ারী-জুন	জুলাই-ডিসেম্বর	১০০	
	৫০	৫০		
দ্বিতীয় বছর (২০২৪)			৩০০	পূর্ববর্তী ২০২৩ বছর সহ
তৃতীয় বছর (২০২৫)			-	পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম চলমান

০৪। স্কুল মিল্ক কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সফল ও সুষ্ঠুভাবে 'স্কুল মিল্ক' প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা কাঠামো কাজ করবে:

(১) কেন্দ্রীয় স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটিঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্ত: মন্ত্রণালয় স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধি	কমিটিতে অবস্থান
১	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রাণালয়	কো-চেয়ার
৩	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	প্রতিনিধি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১০	প্রকল্প পরিচালক/উপপ্রকল্প পরিচালক এলডিডিপি-ডিএলএস	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধিঃ

- স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা;
- এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- এ কমিটি সাধারণত: তিন-মাস অন্তর অন্তর সভা আহবান করবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে সভা আহবান করতে পারবে;
- কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/বিশেষজ্ঞকে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(২) উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি:

সংশ্লিষ্ট স্কুলে স্কুল মিল্ক কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরুপভাবে উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধি	কমিটিতে অবস্থান
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সভাপতি
২	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৩	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৪	প্রধান শিক্ষক (সংশ্লিষ্ট স্কুল)	সদস্য
৫	প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৭	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধিঃ

- দুধের সরবরাহ নিয়মিত আছে কি-না বা সরবরাহ বন্ধ আছে কি-না তা পরিবীক্ষণ করা।
- স্কুল কর্তৃপক্ষ গাইড লাইন অনুযায়ী দুধ বিতরণ করছে কী-না তা পরিবীক্ষন করা।
- স্কুলে দুধের প্যাকেটের অপব্যবহার / তছরূপ হচ্ছে কী-না তা নজরদারি করা।
- স্কুল মিল্ক সম্পর্কিত অভিযোগ GRM পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা ।
- এ কমিটি প্রতি মাসে বা জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করতে পারবে।

(৩) স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি: প্রতিটি স্কুলে একটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে। ম্যানেজমেন্ট কমিটি অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুধ বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।

(৪) উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ): বিভাগীয় দপ্তর, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নিয়ে এলডিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট গঠিত। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং লাইভস্টক ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যান্টগণ স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থেকে বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

০৫। কর্মসূচী বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ক) স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বঃ

ক. (১) দুধ গ্রহণ ও বিতরণঃ

- স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন । প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ক্লাসের শিক্ষককে দুগ্ধ বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত করবেন। শিক্ষকদের সহায়তায় সরবরাহকৃত দুধের প্যাকেট গ্রহণ এবং যথাযথভাবে বিতরণের লক্ষ্যে স্কুলের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মজুত করবেন । প্রধান শিক্ষক এ সম্পর্কে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন এবং সকল শিক্ষককে তা অবহিত করবেন।
- কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রারম্ভে স্কুলের শিক্ষার্থীদের একটি তালকা প্রস্তুত করবেন এবং তা উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটির নিকট সরবরাহ করবেন । তালিকায় স্কুলের ক্লাসভিত্তিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, নাম, পিতা-মাতা/অভিভাবকের নাম ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকবে ।
- প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটি স্কুল মিল্ক বিতরণ রেজিষ্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে। মিল্ক বিতরণ রেজিষ্টার বইয়ে শিক্ষার্থীদের নাম, পিতা-মাতার নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লেখা থাকবে। রেজিষ্টার অনুসরণ করে নাম ডেকে দুধের প্যাকেট বিতরণ

করতে হবে। দুধ বিতরণের পর প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করবেন। এর একটি প্রতিলিপি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

- দুধ গ্রহণের সময় প্যাকেট অক্ষত বা ক্ষতযুক্ত কী-না খেয়াল করবেন এবং রেকর্ড করবেন ।
- প্যাকেটে গায়ে প্রকল্পের লগো এবং উৎপাদন এবং ব্যবহারের তারিখ লেখা আছে কী-না তা দেখে দুধ গ্রহণ করবেন।
- টেট্রাপ্যাকে ইউএইচটি দুধ এবং ফুড গ্রেড পলিপ্যাকে পাস্তুরাইজড দুধ-এর সরবরাহ গ্রহণ করবেন ।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে (টিফিন সময়ে) দুধের ভ্যান স্কুলে পৌছানোর পর দুধ বিতরণ করতে হবে।
- স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর নিধারিত রিক্সা ভ্যান চালকের নিকট হতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দুগ্ধ গ্রহণ করবেন ।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২০০ মিলিলিটার প্যাকেটজাত দুধ (ইউএইচটি/পাস্তরাইজড) বিতরণ করতে হবে;
- দুধ গ্রহণের সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ খেয়াল করবেন প্যাকেটে দুধ আছে কীনা, প্যাকেট কোন লিকেজ বা ক্ষতিগ্রস্থ আছে কী-না।
- লিকেজযুক্ত/ক্ষতিগ্রস্থ প্যাকেটের দুধ ছাত্রদের দেয়া যাবে না। এ ধরণের প্যাকেট সরবরাহকারী রিক্সা-ভ্যান চালকের নিকট ফেরত দিবেন।
- ক্লাস রুমে/সংশ্লিষ্ট শ্রেণী কক্ষে দুধ বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক দুধের প্যাকেটের কোনা কাচি দিয়ে কেটে এর মধ্যে একটি পাইপ ঢুকিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে দিবেন।
- দুধ বিতরণের পূর্বে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে হবে কারা দুধ পানে আগ্রহী এবং অনাগ্রহী। অনাগ্রহী/অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের দুধ পানে জবরদস্তি করা যাবে না। কোন ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ সমস্যা (যেমন- ল্যাকটোজেন ইনটলারেন্স ইত্যাদি) থাকলে কমিটির সদস্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আগ্রহী সকল শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে নির্ধারিত সময়ে প্যাকেটের সম্পূর্ণ দুধ পানে উৎসাহিত করতে হবে।
- দুধ পান সম্পন্ন হবার পর সকল খালি প্যাকেট সংগ্রহ করে দুধ সরবরাহকারী ভ্যান চালকের নিকট ফেরৎ দিতে হবে।
- খালি বা অব্যবহৃত দুধের প্যাকেট পরিত্যাক্ত না থাকার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবেন।
- দুধ গ্রহণ ও বিতরণ সম্পর্কে রেজিষ্টারে রেকর্ড নিয়মিতভাবে সংরক্ষন করবেন।
- কোন শিক্ষার্থীর দুধ/দুগ্ধজাত পণ্য পানে শারীরিক সমস্যা থাকলে উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অথবা তার কর্তৃক মনোনীত ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ক. (২) শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড প্রস্তুতকরণ:

- তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আইডি কার্ড প্রস্তুত করা হবে। আইডি কার্ড প্রস্তুতিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ক. (৩) রেকর্ড সংরক্ষণঃ

- প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটি স্কুল মিল্ক বিতরণ রেজিষ্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত বিতরণ রেজিষ্টার বইয়ে শিক্ষার্থীদের নাম, পিতা/মাতার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লেখা থাকবে। রেজিষ্টার অনুসরণ করে নাম ডেকে দুধের প্যাকেট বিতরণ করতে হবে। দুধ বিতরণের পর প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করবেন। এর একটি প্রতিলিপি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।
- প্রতিদিন গৃহীত দুধের প্যাকেটের সংখ্যা, বিতরণকৃত প্যাকেটের সংখ্যা, ফেরত প্রদানকৃত প্যাকেটের সংখ্যা এবং খালি বা ক্ষতযুক্ত প্যাকেটের সংখ্যা রেকর্ডভুক্ত করতে হবে এবং তা উপজেলা স্কুল মিল্ক বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

খ) দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

- দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দুগ্ধ সরবরাহ করবেন ।
- টেট্রাপ্যাকে ইউএইচটি দুধ এবং ফুড গ্রেড পলিপ্যাকে পাস্তরাইজড দুধ সরবরাহ করবেন ।
- প্রতি প্যাকেটে ২০০ মি: লি ইউএইচটি/পাস্তুরাইজড দুধ বিএসটিআই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সরবরাহ করবেন।

- সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী তার সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহে দুধ বিতরণের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত মানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা/কেন্দ্র নিশ্চিত করবেন।
- স্থানীয় ব্যবস্থা/কেন্দ্র হতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী নিজ দায়িত্বে রিক্সা ভ্যানের মাধ্যমে স্কুলে দুধ সরবরাহ করবেন। স্কুলের জন্য ভ্যান নির্দিষ্ট করে তার নাম ও ঠিকানা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।
- প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে (টিফিন সময়) দুধের ভ্যান স্কুলে পৌছানো নিশ্চিত করবেন।
- দুধ বিতরণের পর ভ্যান চালক খালি প্যাকেট স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংগ্রহ করবেন।
- রিক্সা বা ভ্যান চালক খালি প্যাকেট গুলো পূর্ব নির্ধারিত স্থানে ফেরৎ আনবেন। দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান খালি প্যাকেটগুলো পরিবেশ সম্মত পন্থায় ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিবেন।
- সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী তার সংশ্লিষ্ট স্কুলে দুধ বিতরণের রেকর্ড (প্যাকেট সংখ্যা, গুনগত মান, ক্ষতিগ্রস্থ প্যাকেট ইত্যাদি) প্রস্তুত করবেন এবং পিএমউতে প্রেরণ করবেন।

গ) উপজেলা স্কুল মিল্ক বাস্তবায়ন কমিটির দায়িত্ব:

- **(১) জনসচেতনতা সভা/ওরিয়েন্টেশন সভা:** উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি স্কুল মিল্ক কর্মসূচী শুরুর ২ সপ্তাহ পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় স্কুলের শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং অভিভাবকদের নিয়ে একটি সভা আহবান করবে। সভায় এ কর্মসূচী সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হবে এবং বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবগত করা হবে।
- **(২) প্রশিক্ষণ আয়োজন:** স্কুলের শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং অভিভাবকদের জন্য পুষ্টি ও পরিবেশ বিষয়ে এক দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে। এ জন্য পিএমইউ থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও প্রশিক্ষণ মডিউল দেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)-এর দায়িত্ব:

- সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং স্টুডেন্ট আইডি কার্ড প্রস্তুতের জন্য (আইডি কার্ডের টেম্পলেট) প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ইউএলও, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল বরাবরে প্রেরণ করবে;
- দুগ্ধ সরবরাহকারী নির্ধারণ ও তাদের ব্যয় পরিশোধ করা;
- সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং করা;
- উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটি, পিআইইউ ও কেন্দ্রীয় স্কুল মিল্ক কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় করবে;

৬। কর্মসূচী পরিবীক্ষণ

ক) স্কুল পর্যায়ে:

- স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্ভব হলে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে সাথে নিয়ে সরবরাহকৃত দুধের প্যাকেটের সংখ্যা গ্রহণ করবেন এবং গাইড লাইন মোতাবেক বিতরণের ব্যবস্থা নিবেন।
- প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটি স্কুল মিল্ক রেজিষ্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে। রেজিষ্টার বইয়ে শিক্ষার্থীদের নাম, পিতা/মাতার নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লেখা থাকবে। রেজিষ্টার অনুসরণ করে নাম ডেকে দুধের প্যাকেট বিতরণ করতে হবে। দুধ বিতরণের পর প্রধান শিক্ষক রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করবেন। এর একটি প্রতিলিপি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।
- দুধের প্যাকেট গ্রহণের সময় প্যাকেট অক্ষত বা ক্ষতযুক্ত কী-না খেয়াল করবেন এবং রেকর্ড করবেন।

- প্যাকেটের গায়ে প্রকল্পের লগো এবং উৎপাদন এবং ব্যবহারের তারিখ লেখা আছে কী-না পর্যবেক্ষণ করবেন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে / টিফিন সময়ে ছাত্রদের মধ্যে দুধ বিতরণ নিশ্চিত করবেন ।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দুধের ভ্যান স্কুলে পৌছানোর বিষয়টি পরিবীক্ষন করবেন ।
- সকল শিক্ষার্থীদের প্যাকেটের সম্পূর্ণ দুধ পান করছে কী-না খেয়াল করবেন ।

- **খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) পর্যায়ে:**
  - উপজেলা পর্যায়ে পিআইইউ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট দুধ বিতরণ কর্মসূচীতে নিয়মিতভাবে/রুটিন মাফিক উপস্থিত থেকে পরিবীক্ষণ করবে;
  - দুধের ভ্যান উপযুক্ত মানসম্পন কী-না, ভ্যান যথাসময়ে স্কুলে পৌছে কী-না, দুধের প্যাকেট মান এবং দুধের মান পর্যবেক্ষন করবে;
  - প্রধান শিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত দুগ্ধ বিতরণ রেজিষ্টারের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;
  - কবোটুল বক্স এর মাধ্যমে বিতরণ কর্মসূচীর তথ্য ধারণ করে সরাসরি পিএমইউতে প্রেরণ করবে;

গ) উপজেলা স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি পর্যায়ে:

- এ কর্মসূচীর সার্বিক বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।
- প্রতিমাসে কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় দুধ বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পদ্ধতি, অভিযোগ এবং সমস্যা ইত্যাদি পর্যালোচনা করবে। কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সচিব/সভাপতির নিকট প্রেরণ করবে।
- কমিটি স্কুল পর্যায়ে দুধ বিতরণ কার্যক্রম সঠিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে কী-না তা তত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ করবে। যেমন- দুধ সরবরাহ জনিত সমস্যা, সরবরাহকৃত দুধের গুণগত মান জনিত সমস্যা, স্কুল থেকে দুধের প্যাকেট চুরি/ঘাটতি জনিত সমস্যা ইত্যাদি ।

ঘ) স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যায়ে:

- স্কুল মিল্ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি কমিটির সভায় আলোচনা করার পাশাপাশি এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যা এবং ঝামেলা/বাদ-বিবাদ প্রকল্পের Grievance Redress Mechanism পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সমাধান করবে।
- উপজেলা স্কুল মিল্ক বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুধ সরবরাহ জনিত কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিরসন করবে।

৭। দুধের পুষ্টি ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

নির্ধারিত দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান BSTI/Food Safety Authority কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড মান অনুযায়ী দুধ সরবরাহ নিশ্চিত করবে । দুধের পুষ্টি ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে **হবে**:

- সরবরাহকারী নির্ধারিত স্কুলে দুধ সরবরাহের পূর্বে নিয়মিতভাবে দুধের মান পরীক্ষা নিশ্চিত করবে।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী কর্তৃক পিরিয়ডিক্যালী দুধের পুষ্টি ও মান পরীক্ষা করা হবে।

- মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী দুধের পুষ্টি ও গুণগত মান পরীক্ষার জন্য দুধের সরবরাহ উৎস এবং স্কুলের বিতরণ কেন্দ্র থেকে নমুনা সংগ্রহ পূর্বক পরীক্ষা করবে।
- সরবরাহ পয়েন্ট থেকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তার সহায়তায় নমুনা সংগ্রহ করবে এবং স্কুলের বিতরণ কেন্দ্র থেকে লাইভস্টক এক্সটেনশন কর্মকর্তার সহায়তায় নমুনা সংগ্রহ করবে।
- সরবরাহ পয়েন্ট এবং স্কুল থেকে নমুনা সংগ্রহ ও উপজেলা থেকে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবে প্রেরণের পদ্ধতি বিষয়ে "নমুনা সংগ্রহ ও প্রেরণ" পদ্ধতি শীর্ষক একটি গাইড লাইন পিএমইউ থেকে নির্ধারিত উপজেলায় সরবরাহ করা হবে।
- কর্মসূচীতে ব্যবহৃত পাস্তুরিত দুধ এবং ইউএইচটি দুধের মান নিম্নরুপ হবে:

নাম	সংজ্ঞা / বিবরণ	বিএসটিআই নিধারিত মানদন্ড
পাস্তুরিত মিল্ক	পাস্তুরিত দুধ বলতে ঐ দুধকে বোঝায় যেটাকে স্বল্পকালিন (১৫-২৫ সে:) উচ্চ তাপে (৭১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জীবানুমুক্ত করা হয়েছে। অত:পর ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিমায়িত করতে হয় এবং ঠান্ডা তাপমাত্রায় ৩-৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় ।	দুধে পানি ৮৬.৫ শতাংশ, ল্যাকটোজ ৪.৮ শতাংশ, ফ্যাট ৩.৫-৪ শতাংশ, প্রোটিন ৩.৫ শতাংশ এবং ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ০.৭ শতাংশ
ইউএইচটি মিল্ক	ফ্রেস মিল্ককে বোঝায় যা একটি উচ্চ তাপমাত্রায় (১৩৫-১৪৫ সেন্টিগ্রেড) ৫ সেকেন্ড উত্তপ্ত করে সমস্ত জীবানুকে ধ্বংস করা হয়। এটি শীতল এবং শুকনো ঘরে ৬-১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় ।	দুধে পানি ৮৬.৫ শতাংশ, ল্যাকটোজ ৪.৮ শতাংশ, ফ্যাট ৩.৫-৪ শতাংশ, প্রোটিন ৩.৫ শতাংশ এবং ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ০.৭ শতাংশ
ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা	একটি সাধারণ হজম সমস্যাকে বোঝায়, যেসব ক্ষেত্রে শরীর ল্যাকটোজ হজম করতে অক্ষম। ল্যাকটোজ দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবারে পাওয়া যায় এমন এক ধরণের চিনি ।	

৮। কর্মসূচীর মূল্যায়ন

দুধ পান কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রভাব মূলায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বেইজ লাইন সার্ভে (ওজন/উচ্চতা/আই কিউ) এবং এন্ড লাইন সার্ভে করার সংস্থান থাকবে। এ লক্ষ্যে সুবিধাভোগী স্কুলের শিক্ষার্থীদের এবং পার্শ্ববর্তী সমমানের স্কুলের শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং উপজেলা স্কুল মিল্ক বাস্তবায়ন কমিটির সহায়তা প্রয়োজন হবে। স্কুল মিল্ক পাইলট কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকার এটিকে টেকসই এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়নের বিষয়াটি বিবেচনা করার সুযোগ থাকতে পারে ।

DPD- (M) (S) (N) (SA) (P)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১৪০.১৪.০১০.১৮(অংশ-৩)-১৪৬

তারিখঃ ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৬ মে ২০২১ খ্রি.

অফিস আদেশ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে Exhibition/Demonstration of Safe and Nutritious Dairy Products to School children (School Milk) কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি ও নীতি নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় কমিটি গঠন করা হলঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৩.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৪.	প্রকল্প দপ্তরের প্রতিনিধি/প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৫.	প্রধান শিক্ষক, নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়	সদস্য
৬	দুধ সরবরাহকারী/প্রতিনিধি, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৭.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

ক) ডিপিপিতে বর্ণিত গাইড লাইন অনুযায়ী School Milk কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্কুল নির্বাচন করা;
খ) নির্বাচিত স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে School Milk কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও গুরুত্ব নিয়ে কমপক্ষে একটি সভা আয়োজন করা;
গ) কার্যক্রমে সরবরাহকৃত দুধের মান, বিতরণ ব্যবস্থাপনা নিয়মিত তদারকি করা; এবং
ঘ) কোন পরামর্শ বা অভিযোগ স্থানীয়ভাবে সমাধান করা এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করা।

(মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৬৫৭৭৫

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১৪০.১৪.০১০.১৮(অংশ-৩)-১৪৬(১১)

তারি ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৬ মে ২০২১ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.০৬.০১২.১৭.২১০

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪২৮
০৬ মে ২০২১

বিষয়: **উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কমিটিতে সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি প্রদান।**

সূত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ৩৩.০০.০০০০.১৪০.১৪.০১০.১৮(অংশ-৩)/১৩৮, তারিখ: ০৫.০৫.২০২১

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে Exhibition/Demonstration of Safe and Nutritious Dairy Products to School Children (School Milk) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর অন্তর্ভুক্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের **সম্মতি** নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো।

৬-৫-২০২১
মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০১২.১৪.০০১.২০.৯

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪২৯
১৮ জানুয়ারি ২০২৩

বিষয়: **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় কমিটির [School Milk Management Committee(SMMC)]-এর পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী ৫০টি বিদ্যালয়ের তালিকা প্রেরণ।**

সূত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৩.০০.০০০০.১৩৯.১৪.০১০ (৩য় খন্ড).১৮-২৯৮, তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় কমিটির [School Milk Management Committee (SMMC)]-এর পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী ৫০টি বিদ্যালয়ের তালিকা এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৫০টি বিদ্যালয়ের তালিকা ০২ (দুই) পৃষ্ঠা

১৮-১-২০২৩
মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৭২৫৬
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৯০
ইমেইল: sachf1@mopme.gov.bd

সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, মনিটরিং-১ শাখা , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০১২.১৪.০০১.২০.৯/১(৪)

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪২৯
১৮ জানুয়ারি ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮-১-২০২৩
মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান
উপসচিব

৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা

বিভাগ	জেলার নাম	ক্রমিক নম্বর	উপজেলা/ থানার নাম	বিদ্যালয়ের নাম	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
ময়মনসিংহ	জামালপুর	১.	দেওয়ানগঞ্জ	ধনারমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩১
		২.	সদর	খড়খড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩১
	শেরপুর	৩.	শ্রীবর্দী	কারারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯
ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি	৪.	তেজগাঁও	ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৪
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি	৫.	হাজারীবাগ	নবাবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫০
	গোপালগঞ্জ	৬.	টুঙ্গীপাড়া	গিমাডাংগা টুঙ্গীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৭
		৭.	কোটালীপাড়া	৪০নং কাশাভোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৭
	নরসিংদী	৮.	মনোহরদী	চর আহম্মেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮
	মুন্সিগঞ্জ	৯.	গজারিয়া	৩৫নং চর সাহেবানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮
	মাদারিপুর	১০.	শিবচর	রাজারচর ওয়াজউদ্দিন মোড়ল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬০
	কিশোরগঞ্জ	১১.	ইটনা	কাটিয়ার কান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৭
		১২.	মিঠামইন	কামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৫
		১৩.	অষ্টগ্রাম	ভাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৩
রাজশাহী	নওগাঁ	১৪.	নিয়ামতপুর	পাইকড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৮
		১৫.	পোরসা	অনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০
	পাবনা	১৬.	আটঘরিয়া	৩৬নং পারকোদালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৭
	সিরাজগঞ্জ	১৭.	বেলকুচি	আমবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০
		১৮.	কামারখন্দ	কুটিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২১
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৯.	সদর	দেবীনগর-৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৬
		২০.	শিবগঞ্জ	চর হাসানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০
চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	২১.	রামগতি	কাটা বনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৪
		২২	সদর	উঃ চাঁদখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭
	নোয়াখালি	২৩	কবির হাট	ওটারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০
		২৪.	সুবর্ণচর	মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৫
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৫	কসবা	জমশেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৪
খুলনা	খুলনা	২৬	সদর	মহসীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০২
		২৭	রূপসা	হাজী আব্দুল ওয়াহেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২
	মাগুরা	২৮	সদর	আলী ধানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৭
		২৯	মহাম্মদপুর	পাল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫
	ঝিনাইদহ	৩০	মহেশপুর	ঝিকটিপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫
		৩১	হরিণাকুন্ডু	পারদখলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০
বরিশাল	পটুয়াখালী	৩২	বাউফল	৫৬নং সাবুপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৫
	ঝালকাঠি	৩৩	কাঠালিয়া	৫১নং কচুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬
	পিরোজপুর	৩৪	সদর	তেজদাসকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫
		৩৫	নাজিরপুর	দীঘিরজান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৩
রংপুর	নীলফামারী	৩৬	ডিমলা	কালীগঞ্জ শ্রীমমত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৪
		৩৭	জলঢাকা	কাঠালী সিদ্দিকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২২
	কুড়িগ্রাম	৩৮	রৌমারি	মন্ডলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৮
		৩৯	রাজিবপুর	রাজিবপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৯
		৪০.	চিলমারি	ফকিরের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৯
	রংপুর	৪১.	পীরগাছা	শাহ ইহছাব উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬২
		৪২.	পীরগঞ্জ	উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৪
	গাইবান্ধা	৪৩	সুন্দরগঞ্জ	উত্তর রাজীবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান
উপসচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

		৪৪.	সদর	কামারজানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৬
	লালমনিরহাট	৪৫.	পাটগ্রাম	উফারমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৭
		৪৬.	সদর	পূর্ব সাপটানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৭
	দিনাজপুর	৪৭.	ফুলবাড়ী	মুরারীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০
		৪৮.	সদর	গোলাপবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৭
সিলেট	সুনামগঞ্জ	৪৯.	শান্তিগঞ্জ	কামরুপদলং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২
	মৌলভীবাজার	৫০.	কমলগঞ্জ	মির্তিংগা চা বাগান-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯০

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান
উপসচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার